খাতামান্‌নবীঈন
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর
অতুলনীয়
শান ও মর্যাদা

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

খাতামান্‌নবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা

সৈয়্যদুল আউওয়ালীন ওয়াল আখেরীন, সরদারে দু'আলম, শফীউল মুযনেবীন, মাহবুবে রাব্বুল আলামীন, খাতামান্‌নবীঈন হযরত আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরম ও চরম আশেক ও প্রেমিকের আকীদা ও বিশ্বাস হলো এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা যেমন তাঁর সিফাত ও গুণাবলীতে এক–অদ্বিতীয় তেমনি তাঁর হাবীব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)ও স্বীয় কামালাত ও গুণাবলীতে সকল যুগের সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক–অদ্বিতীয় ও শীর্ষ–মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পূর্বেও কেউ এই পূর্ণতম ও সর্বোচ্চ মার্গে উন্নীত হন নাই আর তাঁর পরেও কিয়ামতকাল অব্দি কেউ হতে পারবে না। তিনি হলেন, "আকমাল ও আতম্ম মাযহারে সিফতে ইলাহিয়া" অর্থাৎ ঐশী গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশস্থল ও প্রতিচ্ছবি। তিনি মানবীয় গুণাবলী ও নবুওয়তের কামালাতের পূর্ণতম আধার রূপে অদ্বিতীয় ও শীর্ষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত"–বলেছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি আরও বলেনঃ

"মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তির মাপকাঠিতে ঐশী নৈকট্যের মার্গসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ঐশী নৈকট্যের তৃতীয় তথা চূড়ান্ত শীর্ষ–মার্গটিই হইল আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে

সর্বস্বীকৃত। আর এই মার্গটি হইল উলুহিয়্যত বা ঐশ্বরিক গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশস্থল হওয়া। তাঁহারই আলোকচ্ছটা সহস্র সহস্র মানবচিত্তকে আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে এবং অগণিত মানবাত্মাকে অভ্যন্তরীণ অন্ধকার হইতে বিমুক্ত করিয়া 'অনাদি ও অনন্ত নূর'– আল্লাহ্‌তা'লার সান্নিধ্যে পৌছাইয়া দিতেছে। জনৈক ব্যক্তি কতইনা উত্তম বলিয়া গিয়াছেনঃ (তরজমা)– 'মোহাম্মদে আরাবী (সাঃ) দুই জাহানের বাদশাহ্‌, 'রূহুল কুদুস' যাঁহার দুয়ারে দারোয়ানী করেন তাঁহাকে খোদা তো বলিতে পারি না, তবে আমি বলিব যে, তাঁহার মর্যাদা উপলব্ধি করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে খোদা– উপলব্ধির রহস্য।'

কত সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ ও অনুকরণের উদ্দেশ্যে বরণ করিয়া লইয়াছে এবং কুরআন করীমকে পথ নির্দেশনার লক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছে! 'হে আল্লাহ! করুণা ও শান্তি বর্ষিত কর আমাদের প্রভু ও নেতা মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুগামী এবং আসহাবের উপর।' সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের হৃদয়কে তাঁহার রসূলের (সাঃ) প্রেমে বিভোর ও বিমোহিত করিয়াছেন, আর তেমনি তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের ভালবাসা দান করিয়াছেন।" (সুরমা চশমে আরিয়া, পৃঃ ২৫০)

আর সেজন্যেই হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার পরেই সর্বাপেক্ষা ভালবেসেছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে। যেমন তিনি বলেনঃ

بعد از خدا بعشقِ محمّد مخمّرم   گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

–"আল্লাহ্‌তা'লার পরে আমি মোহাম্মদ (সাঃ)–এর প্রেমে বিভোর। ইহা যদি কারো দৃষ্টিতে কুফরী হয়, তাহলে আমি শক্ত কাফের।"

ہر تار و پودِ من بسراید بعشقِ او   از خود تہی و از غمِ آں دلستاں پُرم

"তাঁর প্রেম আমার রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করেছে, আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা তাঁর এশ্‌ক ও প্রেমের গীত গায়। কাজেই আমি স্বকীয় বাসনা-কামনা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এবং সেই প্রেমাস্পদের প্রেম-বিরহে ভরপুর।"

অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও অনুপম তত্ত্ব-তথ্যে সমৃদ্ধ তাঁর রচিত প্রায় নব্বই খানা গ্রন্থে তিনি গদ্য ও পদ্যের মাধ্যমে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরেছেন। স্বরচিত একটি ফার্সী কবিতায় তিনি বলেনঃ

محمد است امام وچراغ ہر دو جہاں محمد است فروزندۂ زمین وزماں

-"মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম ও প্রদীপ। মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দিপ্তী।"

خدا نگویمش از ترسِ حق مگر بخدا خدا نماست وجودش برائے عالمیاں

-"সত্যের ভয়ে তাঁকে (সাঃ) খোদা বলি না। কিন্তু খোদার কসম তাঁর সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পণ স্বরূপ।"

একটি আরবী কসীদায় তিনি (আঃ) বলেনঃ

إِنِّيْ أَرٰى فِيْ وَجْهِكَ الْمُتَهَلِّلِ شَأْنًا يَّفُوْقُ شَمَائِلَ الْإِنْسَانِ

وَجْهُ الْمُهَيْمِنِ ظَاهِرٌ فِيْ وَجْهِهٖ وَشُئُوْنُهٗ لَمَعَتْ بِهٰذَا الشَّانِ

فَاقَ الْوَرٰى بِكَمَالِهٖ وَجَمَالِهٖ وَجَلَالِهٖ وَجَنَانِهِ السَّرَّيَّانِ

-"আমি আপনার জ্যোতির্ময় চেহারাতে এমন অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি যা সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্যেরও উর্ধ্বে। রক্ষাকর্তা আল্লাহ্‌র চেহারা তাঁর (সাঃ) চেহারায় প্রকাশমান এবং তাঁর জীবনের সকল অবস্থা ও ঘটনা ঐশীমর্যাদায় সমুজ্জল। তিনি তাঁর অত্যুচ্চ গুণ ও সৌন্দর্যে এবং স্বীয় আত্মার শৌর্য ও সজীবতায় সকল সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছেন।" আর সেজন্যেই তিনি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি

প্রেম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি সে ভঙ্গিতেই নিবেদন করেছেন, যে ভঙ্গিতে তিনি আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি নিবেদন করতেন। যেমন– আল্লাহ্‌তা'লার হুযুরে তিনি বলেনঃ

در کوئے تو اگر سرِ عشاق را زنند　　اوّل کسے کہ لافِ تعشق زند منم

–"(হে আল্লাহ্!) – তোমার গলিতে (পথে) যদি প্রেমিকদের শিরোচ্ছেদ করা হয়, তাহলে আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি যে কি–না তোমার প্রেমের না'রা (ধ্বনি) লাগাবে।"

অনুরূপভাবে তিনি তাঁর মাহবুব হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ প্রসঙ্গে বলেনঃ

تیغ گر بارد بکوئے آں نگار　　آں منم کاوّل کند جاں را نثار

–"যদি সেই প্রিয়ের (মোহাম্মদ–সাঃ–এর) গলিতে তলোয়ার চলে তা'হলে আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি, যে সর্বাগ্রে প্রাণ উৎসর্গ করবে।"

যখন কোন এক প্রেমাস্পদকে অনেকে ভালবাসে, তখন যে সর্বাপেক্ষা প্রেমিক, তার মধ্যে অপরাপর প্রেমিকদের মনে এরূপ স্পৃহা জাগা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার এই স্বভাবজ ভাবাবেগের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর এই কালামেঃ

منکہ مے بینم رُخِ آں دلبرے　　جاں فشانم گر دہد دل دیگرے

–"আমি সেই প্রেমাস্পদের (মোহাম্মদ–সাঃ–এর) মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে আছি। যদি অন্য কেহ তাঁর সমীপে হৃদয় উপহার দেয় তাহলে আমি দিব জীবনের কোরবানী। " তিনি আরও বলেনঃ

منکہ رہ بُردم بخوبی ہائے بے پایانِ تو　　جاں بگدازم بہر تو گر دیگرے خدمتگذا

–"(হে আমার প্রিয় রসূল!) আমি তোমার পরম সৌন্দর্য ও অপরিসীম গুণাবলীর সন্ধান লাভ করেছি। অন্যেরা যদি হয় তোমার খেদমতগুযার, আমি হবো তোমার তরে প্রাণ উৎসর্গকারী।"

তাঁর এসকল কবিতায় বস্তুতপক্ষে এ সত্যটিরই প্রতিফলন ঘটেছে যে, রসূল- প্রেমের ময়দানে অন্যান্য প্রেমিকদের মধ্যে কেউই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি, পারবেও না।

এই অনাবিল ভালোবাসার কারণেই তাঁর প্রিয় রসূলের (সাঃ) সম্মান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে কোন একটি শব্দও শ্রবণ করা তাঁর পক্ষে অসহনীয় ছিল। তাতে তিনি কল্পনাতীত দুঃখ-বেদনা অনুভব করতেন। অতএব, তিনি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্যকারী খৃষ্টান পাদ্রী ও আর্য সমাজী পন্ডিতদের কটূক্তি প্রসঙ্গে বলেনঃ

"তাহারা এত অধিক কটুকথা ও মিথ্যা দুর্নামপূর্ণ পুস্তক হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ছাপাইয়াছে এবং বিলি করিয়াছে যে, উহা শুনিলে আমার শরীর কাঁপিয়া উঠে এবং আমার হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে থাকে যে, তাহারা রসূল করীম (সাঃ)-এর নামে নানা প্রকার গালি ও মিথ্যা দুর্নাম দেওয়ায়, আমার মনে যে দুঃখ হইয়াছে উহার পরিবর্তে যদি এই সকল ব্যক্তি আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে আমার চক্ষের সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিত এবং এই পৃথিবীতে আমার নিকট হইতে নিকটতর আত্মীয় ও প্রিয়জনকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিত এবং আমার সমস্ত সম্পত্তি জবর দখল করিয়া লইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কসম ইহাতে আমার কোনই মনঃকষ্ট হইত না।" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম)

একবার তিনি লাহোর ষ্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ীর জন্যে অপেক্ষারত ছিলেন। এমতাবস্থায় সেখানে পন্ডিত লেখরাম উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম জানালো। কিন্তু তিনি কোনই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁর একজন শিষ্য নিবেদন করলেন যে, পন্ডিত লেখরাম সালাম জানাচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ

وہ میرے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کہتا ہے

-"সে আমার প্রভু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তো গালি দেয়, আর আমাকে সে সালাম জানায়?!"

তাঁর প্রিয়কে যে ব্যক্তি গালি দেয় তার সালামের উত্তর দেয়া তাঁর আত্মাভিমান বরদাশ্‌ত করেনি।

তাঁর লেখাসমূহ পাঠ করলে মনে হয় যেন তাঁর অন্তরে তাঁর প্রিয় প্রভু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসার এক সমুদ্র উদ্বেল ও উচ্ছল হয়ে আছে এবং উহাতে যখন উত্তাপ-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তখন কোন জিনিসই উহার উদ্বেলিত তরঙ্গের সামনে টিকতে পারে না। অতএব, উদাহরণ স্বরূপ তাঁর কবিতাসমূহের এই কয়েকটি পংক্তি থেকে তাঁর সেই উচ্ছ্বসিত প্রেম-উত্তেজনার কিছুটা আঁচ করা যায়ঃ

تا بمن نورِ رسولِ پاکؐ را بنموده اند　　عشقِ او در دل ہمے جوشد چو آب از آبشار

آتشِ عشق از دمِ من ہمچو برقے مے جہد　　یک طرف اے ہمدمانِ خام از گردو جار

-"যখন থেকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর নূর আমাকে দেখানো হয়েছে তখন থেকে হুযূর (সাঃ)-এর প্রেম আমার অন্তরে এমনভাবে উপ্‌চে পড়ছে যেমন জলপ্রপাত থেকে জল পতিত হয়। তাঁর প্রেমের আগুন আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে বিজলীর ন্যায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হে অপরিপক্ক দুর্বল-চিত্ত সাথীরা! আমার আশ পাশ থেকে সরে দাঁড়াও।" তারপর পূর্ণ প্রেমের সত্যিকার স্বরূপ হলো এই যে, যে ব্যক্তি কাউকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসে সে তার জীবন-ভঙ্গী, তার চাল-চলন ও তার স্বভাব-চরিত্রের রঙে রঙীন হয়ে উঠে এবং তার ভালবাসা যত বেশী থাকে তত বেশী সে নিজের প্রিয়ের গুণাবলীর দিকে আকৃষ্ট হয়, এমন কি সে তারই প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি ও নমুনা (Model) হয়ে যায়। আর যখন উক্ত অবস্থার উদ্ভব ঘটে তখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে কোন রকম দ্বৈত্ব বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না। প্রেমিকের স্বকীয়তা লোপ পেয়ে সে তার প্রেমাস্পদের মধ্যে আত্মবিলীন হয়ে তার মধ্যে একাকার হয়ে যায় যেমন কি-না কোন বুযুর্গ বলেছেনঃ

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی
تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

–আমিই তুমি, তুমিই আমি; আমি দেহ তুমি প্রাণ;
পরে যেন না বলে কেহ, আমি এক, তুমি অন্য কেহ।

হযরত ইমাম রাব্বানী মোজাদ্দিদ আলফে সানী (রহঃ) বলেনঃ

"مقتضائے کمال محبّت رفع اثنینیت است و اتحادِ محبّ و محبوب"

–"পূর্ণ ভালবাসার তাগিদ ও প্রতিফলন হলো এই যে, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের রঙে রঙীন হয়ে উভয়ের মাঝে দ্বৈত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে তুলে দেয় এবং প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ পরস্পর একাত্ম ও একাকার হয়ে যায়।"

(মকতুবাত ইমাম রাব্বানীঃ ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫, মকতুব নং ৮৮)

অতএব, হযরত পীরানে–পীর গওসে আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) নিজের সম্বন্ধে বলেনঃ

"هٰذا وجود جدّی صلی اللہ علیہ وسلّم لا وجود عبد القادر"

–"ইহা আব্দুল কাদেরের সত্তা নয় বরং ইহা হলো আমার মহান মাতামহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর সত্তা।" (কিতাব মানাকিবে তাজুল আওলিয়া, মিশরে মুদ্রিতঃ পৃঃ ৩৫)

'গুলদাস্তা কেরামত' গ্রন্থের প্রণেতা মুফতি গোলাম সারওয়ার সাহেব হযরত সৈয়্যদ আবদুল কাদের জীলানীর (রহঃ) উল্লিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলেনঃ

"তাঁর এ উক্তিটি দ্বারা রসূল (সাঃ) –এর মধ্যে সম্পূর্ণ 'ফানা' বা আত্মবিলীন হওয়া বুঝায় অর্থাৎ তিনি রসূল–প্রেমের আতিশয্যের ফলশ্রুতিতে স্বীয় সত্তায়, স্বভাব– চরিত্রে, গুণে–জ্ঞানে এবং কাজে ও কথায় তথা জীবনের সর্বস্তরে 'ফানা–ফির–রসূল' এর মর্যাদা লাভ করেছিলেন।" (পৃঃ–৮)

মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)ও তাঁর প্রিয় প্রভু হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর পরম প্রেম ও গভীর ভালবাসায় একান্তভাবে আত্মবিভোর হওয়ার ফলশ্রুতিতে 'ফানা-ফির-রসূল' বা আত্মবিলীন ও একাত্মতার পূর্ণতম মাকাম লাভ করেছিলেন। তাই তিনি বলেনঃ

محو روئے او شدہ است ایں روئے من بوئے او آید زبام و کوئے من

-"আমার এই মুখমন্ডল তাঁরই মুখমন্ডলে বিলীন হয়ে হারিয়ে গেছে আমার গৃহ ও গলি থেকে তাঁরই সুরভি উদ্ভাসিত হচ্ছে, তাঁরই সুগন্ধ ফুটে বেরুচ্ছে।"

بسکہ من در عشق او ہستم نہاں من ہمانم ، من ہمانم ، من ہماں

যেহেতু আমি তাঁরই প্রেম ও ভালবাসায় আত্মহারা ও আত্মবিলীন হয়েছি, কাজেই (আমার স্বকীয়তা লোপ পেয়ে) আমি আর কেউ নই. তিনিই শুধু আছেন।

جانِ من از جانِ او یابد غذا از گریبانم عیاں شد آں ذکا

"আমার আত্মা তাঁরই আত্মা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং আমার বক্ষঃ থেকে সেই (মোহাম্মদী) সূর্যই উদিত হয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, আখেরী যামানায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে সর্বস্বীকৃত বিষয় এই যে, তিনি সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মোহাম্মদ খাতামান্নবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণতম প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবি এবং তাঁর জ্যোতিঃ ও গুনাবলীর আধার ও আয়না স্বরূপ হবেন। যেমন, দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) বলেনঃ

كَلَّا بَلْ هُوَ شَرْحٌ لِلِاسْمِ الْجَامِعِ الْمُحَمَّدِيِّ وَنُسْخَةٌ مُنْتَسِخَةٌ مِنْهُ -

-"নিঃসন্দেহে তিনি হবেন সর্বগুণের আধার-মোহাম্মদী নামের ব্যাখ্যা ও বিকাশ এবং তাঁরই মোহরাঙ্কিত সংস্করণ স্বরূপ।" তিনি আরও বলেনঃ

حَقٌّ لَهٗ اَنْ يَّنْعَكِسَ فِيْهِ اَنْوَارُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

–"প্রতিশ্রুত মসীহর যথাযথ মর্যাদা এই যে, তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হবে সৈয়্যদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সকল নূর ও আলোকরশ্মি।"

(আল্ খায়রুল কাসীরঃ পৃঃ ৭২)

তেমনি সূফীকুল শিরোমণি আলেমে রব্বানী হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেছেনঃ

بَاطِنُهٗ بَاطِنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

–"ইমাম মাহদী (আঃ)–এর বাতেন (অভ্যন্তর) হবে হযরত মোহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বাতেন।"

(শরাহ্ ফুসুলুল হিকামঃ পৃঃ ৫৩)

বস্তুতঃ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)–এর এহেন মর্যাদা রসূল–প্রেমেরই প্রতিফলন। তিনি হবেন তাঁরই অনুসরণ ও অনুকরণে আত্মবিলীন এবং তাঁর দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার্থেই তাঁর আগমন। উক্ত প্রতিফলন ও আত্মবিলীনতার উচ্চ মাকামের ইঙ্গিত করেই হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) ইমাম মাহদী (আঃ)–এর সত্তাকে নিম্নরূপ হাদীসে চিহ্নিত করে গেছেনঃ

يُوَاطِئُ اِسْمُهٗ اِسْمِيْ وَاِسْمُ اَبِيْهِ اِسْمَ اَبِيْ يُدْفَنُ مَعِيَ فِيْ قَبْرِيْ قَبْرُهٗ قَبْرِيْ

–"ইমাম মাহদীর নাম হবে আমার নামানুযায়ী এবং তার পিতা ও মাতার নাম হবে আমার পিতা ও মাতার নামানুযায়ী। তিনি আমার কবরে আমার সাথে সমাহিত হবেন। তার কবর হবে আমার কবর।"

(মশকাত, বাবু আশরাতিস্–সা'য়া ও কিতাবুল ফিতান)

এই হাদীস আর কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কস্মিনকালেও রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুঃ)–এর কবর খুঁড়ে আর কাউকে তাতে দাফন

করা কেবল অসম্ভবই নয় বরং অকল্পনীয়ও বটে। কাজেই হাদীসটি আক্ষরিক অর্থে নয়, বরং ইমাম মাহদী (আঃ)-এর রসূল-প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিলীন ও প্রতিবিম্ব ('যিল্ল') হওয়ার অর্থই বহন করে। 'বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট'। সূরা জুমুয়ায় ব্যক্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর 'দ্বিতীয় আবির্ভাব' উক্ত অর্থেই বর্ণিত।

রসূল-প্রেমের উক্ত মার্গে উন্নীত প্রেমিকগণ তাদের প্রিয় রসূলের (সাঃ) মধ্যে 'ফানা' বা আত্মবিলীন হয়ে তাঁরই অমর জীবনের অনুরূপ জীবন লাভ করে থাকেন এবং তাদের এই প্রেম অমর ও কাল-বিজয়ী হয়ে থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতাও প্রতিশ্রুত মসীহ এবং ইমাম মাহদী হিসাবে তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উক্ত পর্যায়েরই প্রেমিক ছিলেন। তাঁর রচিত নিম্নরূপ দু'টি পংক্তি ইহারই স্বাক্ষর বহন করেঃ

اِنِّیْ اَمُوْتُ وَلَا تَمُوْتُ مَحَبَّتِیْ یُدْنِیْ بِذِکْرِکَ فِی التُّرَابِ نِدَائِیْ

-"(হে আমার পরম প্রিয় রসূল!) যদিও আমার জীবনাবসান ঘটবে, কিন্তু আমার প্রেমের কখনও অবসান ঘটবে না; উহা চিরঞ্জীবী ও কালজয়ী হয়ে থাকবে। আর যখন মৃত্তিকা (কব্র) হতে কলরব ধ্বনি উঠবে, তখন তোমার প্রশংসামুখর ধ্বনি আমারই পরিচয় দিবে। তখন আমার মুখে শুধু তোমার পবিত্র নামের প্রেমপূর্ণ ধ্বনিই গুঞ্জরিত হবে।" তিনি আরও বলেনঃ

اِنِّیْ لَقَدْ اُحْیِیْتُ مِنْ اِحْیَآئِہٖ وَاَهًا لِاِعْجَازٍ فَمَا اَحْیَانِیْ

یَا حِبِّ اِنَّکَ قَدْ دَخَلْتَ مَحَبَّۃً فِیْ مُهْجَتِیْ وَمَدَارِکِیْ وَجَنَانِیْ

مِنْ ذِکْرِ وَجْهِکَ یَا حَدِیْقَۃَ بَهْجَتِیْ لَمْ اَخْلُ فِیْ لَحْظٍ وَّلَا فِیْ اٰنِ

جِسْمِیْ یَطِیْرُ اِلَیْکَ مِنْ شَوْقٍ عَلَا یَا لَیْتَ کَانَتْ قُوَّۃُ الطَّیَرَانِ

یَا رَبِّ صَلِّ عَلٰی نَبِیِّکَ دَائِمًا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا وَبَعْثٍ ثَانٍ

–"নিশ্চয় আমি তাঁরই সঞ্জীবনী শক্তির দ্বারা 'রূহানী হায়াতে' সঞ্জীবিত হয়েছি। কত চমৎকার ও মহান এ মো'জেযা! কি উত্তমরূপেই না তিনি আমায় সঞ্জীবিত করেছেন!! আমার পানে পরম স্নেহ ও কৃপাভরে দৃষ্টিপাত করুন, হে প্রভু! আমি যে আপনার একজন নগণ্যতম দাস। হে আমার পরম প্রিয়! আপনার প্রেম সদা আমার মন–প্রাণ–মেধা–মস্তিষ্ক এবং আমার অন্তর ও আত্মার রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করেছে! হে আমার পুষ্প–শোভিত আনন্দোদ্যান ! আমি যে তোমার (বরকতময় পবিত্র) চেহারার স্মৃতি এক মুহূর্ত ও ক্ষণিকের তরেও বিস্মৃত হতে পারি না। প্রবল আগ্রহের তাড়নায় আমি আমার দেহ যোগেই তোমার পানে উড়ে ছুটে যেতে চাই ; হায় ! আমার যদি উড়ার ক্ষমতা থাকতো!!

হে আমার প্রভু! তোমার নবী (সাঃ)–এর উপর সদা সর্বক্ষণ তোমার করুণা–ধারা বর্ষিত কর; ইহকালেও এবং পরকালেও।"

এরপরও কি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)–এর অতুলনীয় রসূল–মর্যাদা ও তাঁর রসূল–প্রেম সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়?

এর পরেও কি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরূদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা বিভ্রান্ত হবেন?

আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সঠিক পথ পাওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

প্রকাশনায় ঃ প্রকাশনা বিভাগ,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১।

সংকলনে ঃ
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইং
৫,০০০ কপি

KHATAMAN NABIYYIN HAZRAT MUHAMMAD (S.M)-ER
ATULANIA SHAN O MARZADA
By: Maulana Ahmad Sadeque Mahmud, Sadar Murabbi,
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Printed at Intercon Associates